ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩৯ বর্ষ ২য় সংখ্যা | ওয়েবসাইট : du.ac.bd/du_barta | ১৫ ফাল্গুন ১৪৩১, ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস একুশের প্রথম প্রহরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে মহান ভাষা শহিদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন

যথাযোগ্য মর্যাদায় অমর একুশে ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপিত

যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনায় কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে এই দিবস উদ্‌যাপিত হয়।

আহমদ খান। এসময় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, অমর একুশে

অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম ও ফার্মেসী অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. সেলিম রেজা এবং সদস্য-সচিব প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ উপস্থিত ছিলেন।

একুশের প্রথম প্রহরে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন

গত ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ একুশের প্রথম প্রহরে ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে আসা অতিথিদের স্বাগত জানান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ

উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গঠিত কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটির সমন্বয়কারী কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান, যুগ্ম সমন্বয়কারী বিজ্ঞান অনুষদের ডিন

এবং প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস পৃথকভাবে শহিদ বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে মহান ভাষা শহিদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। (পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪)

ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন সংক্রান্ত প্রস্তুতি ও অগ্রগতির হালনাগাদ

ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন সফলভাবে আয়োজনের বিষয়ে পরামর্শদান, নির্বাচনের আচরণবিধি প্রণয়ন/সংশোধন এবং ডাকসু ও হল সংসদের গঠনতন্ত্র সংশোধন/পরিমার্জন করার বিষয়ে গঠিত পৃথক ৩টি কমিটি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের নির্দেশনা অনুযায়ী এসব কমিটি প্রতিনিয়ত ক্যাম্পাসে ক্রিয়াশীল ছাত্র সংগঠন, সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী, সাংবাদিকসহ সকল অংশীজনের মতামত গ্রহণ করছে। কমিটিগুলো ইতোমধ্যেই কয়েকদফা বৈঠক করে অংশীজনদের লিখিত মতামত গ্রহণ করেছে।

উল্লেখ্য, ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন সফলভাবে আয়োজনের বিষয়ে পরামর্শদানের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশাকে যুগ্ম আহ্বায়ক করে ৬ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি ক্যাম্পাসে ক্রিয়াশীল সকল ছাত্র (পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪)

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে ক্যাম্পাসে ভাষা পদযাত্রা

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের উদ্যোগে গত ১ ফেব্রুয়ারি অপরাজেয় বাংলার পাদদেশ থেকে এক ভাষা পদযাত্রা বের করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান প্রধান অতিথি হিসেবে এই ভাষা পদযাত্রার উদ্বোধন করেন। পদযাত্রাটি কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে মহান (পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩)

শিক্ষকদের ১৫-দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা

আইকিউএসি-এর উদ্যোগে 'Training Program: Foundation Certificate in University Teaching and Learning' শীর্ষক ১৫-দিনব্যাপী এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা গত ১৬ ফেব্রুয়ারি নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই কর্মশালা উদ্বোধন করেন। আইকিউএসি-এর (পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩)

জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিনস্ অ্যাওয়ার্ড পেলেন ৭৫জন শিক্ষার্থী

২০২১ এবং ২০২২ সালের স্নাতক (সম্মান) পরীক্ষায় অসাধারণ ফলাফলের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জীববিজ্ঞান অনুষদভুক্ত বিভিন্ন বিভাগের ৭৫জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে 'ডিনস্ অ্যাওয়ার্ড' প্রদান করা হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান গত ২৫ ফেব্রুয়ারি নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে এই অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন। জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. এনামুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারপার্সন অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্তদের নাম ঘোষণা করেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মিহির লাল সাহা। অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্তরা হলেন: সুমাইয়া জান্নাত সুপ্তি, সাদিয়া আফরোজ এশা, আনোয়ার হোসেন রায়হান, কারিবা হাসান, অর্পিতা হোসেন মুক্তা, মারজুকা এহসান, নাহলা নূর, শুভব্রত ঘোষ, সুমাইয়া শারমিন এবং ওয়াসি আহমেদ (মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ), আবিদা আঞ্জুম, মো. তানবীর হাসান শিশির, মো. তানজিম আহমেদ, (পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪)

দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক ভাষাবিজ্ঞান সম্মেলন

ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের উদ্যোগে দিনব্যাপী এক আন্তর্জাতিক ভাষাবিজ্ঞান সম্মেলন গত ২৬ ফেব্রুয়ারি নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এবছর সম্মেলনের প্রতিপাদ্য ছিল Language, Function and Inter-disciplining Digital Humanities.

ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারপার্সন ড. মনিরা বেগমের সভাপতিত্বে সম্মেলনে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা এবং কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। স্বাগত বক্তব্য দেন সম্মেলন আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির (এমআইটি) অধ্যাপক ড. টেড গিবসন এবং ফিনল্যান্ডের হেলসিঙ্কি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক (পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩)

জুলাই স্মৃতি সংগ্রহশালায় শহিদ আবু সাঈদ ও শহিদ ওয়াসিম-এর ব্যবহৃত জিনিসপত্র হস্তান্তর

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জুলাই স্মৃতি সংগ্রহশালায়' সংরক্ষণের জন্য শহিদ মো. আবু সাঈদ মিয়া এবং শহিদ মো. ওয়াসিম আকরাম-এর ব্যবহৃত জিনিসপত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। শহিদ মো. আবু সাঈদ মিয়া-এর মাতা মোছা. মনোয়ারা বেগম এবং শহিদ মো. ওয়াসিম আকরাম-এর পিতা শফিউল আলম এসব জিনিসপত্র গত ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ উপাচার্য অধ্যাপক (পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩-দিনব্যাপী তারুণ্যের উৎসব

সকলের ঐক্য থাকলেই সমাজ পরিবর্তন সম্ভব–উপাচার্য

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেছেন, সকলের মধ্যে ঐক্য থাকলেই সমাজ পরিবর্তন সম্ভব। দেশকে ঘিরে অনেকবার ষড়যন্ত্র হয়েছে। তারুণ্যের শক্তিকে ব্যবহার করে প্রতিবারই এদেশের মানুষ ঘুরে দাঁড়িয়েছে। দেশের ডাকে সাড়া দিয়ে তারুণ্যের সর্বজনীন শক্তি জুলাই গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে জাতিকে নতুন বাংলাদেশ উপহার দিয়েছে। আমাদের আর পেছনে ফেরার সুযোগ নেই। দেশের স্বার্থে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার এখনই সময়। গত

১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে ৩-দিনব্যাপী 'তারুণ্যের উৎসব'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। 'এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই' প্রতিপাদ্য নিয়ে নতুন বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় যৌথভাবে এই উৎসব আয়োজন করে। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া প্রধান অতিথি হিসেবে উৎসবের (পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪)

৫টি ছাত্রী হলের ল্যাব সম্প্রসারণে কম্পিউটার প্রদান

৫টি ছাত্রী হলের ল্যাব সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে কম্পিউটার প্রদান করা হয়েছে। গত ৬ ফেব্রুয়ারি নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন অডিটোরিয়ামে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মো. নাহিদ ইসলাম হল প্রভোস্টদের কাছে এসব কম্পিউটার হস্তান্তর করেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. (পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩)

দু'দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক মাল্টিফেইথ কর্মশালা

অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠন এবং ধর্মীয় সম্প্রীতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে গত ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে দু'দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক মাল্টিফেইথ কর্মশালা উদ্বোধন করা হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান প্রধান অতিথি হিসেবে এই কর্মশালা উদ্বোধন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃসাংস্কৃতিক সংলাপ কেন্দ্র, যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক মাল্টি-ফেইথ নেইবারস নেটওয়ার্ক (এমএফএনএন) এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট (বিআইআইটি) যৌথভাবে এই কর্মশালা আয়োজন করে।

কর্মশালা আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক এবং আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃসাংস্কৃতিক সংলাপ কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইলিয়াছ-এর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট (পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩)

যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশগ্রহণে ‘এডুকেশন ইউএসএ স্প্রিং ফেয়ার’

যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশগ্রহণে গত ৪ ফেব্রুয়ারি নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে দিনব্যাপী ‘এডুকেশন ইউএসএ স্প্রিং ফেয়ার’ অনুষ্ঠিত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য ও সেবা কার্যক্রম ঢাবি শিক্ষার্থীদের সামনে তুলে ধরার লক্ষ্যে ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাস এই মেলার আয়োজন করে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান সকালে এই মেলা উদ্বোধন করেন।

এসময় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, ঢাকাস্থ মার্কিন দূতাবাসের ডিরেক্টর ফর পাবলিক এনগেইজমেন্ট মি. স্কট হার্টম্যান এবং দূতাবাসের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ‘এডুকেশন ইউএসএ স্প্রিং ফেয়ার’ আয়োজন করায় সংশ্লিষ্টদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন খ্যাতিমান বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন এবং যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম চালুর ক্ষেত্রে এধরনের উদ্যোগ কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

বিভিন্ন হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর) **অমর একুশে হল:** অমর একুশে হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় প্রাণিবিদ্যা বিভাগের শিক্ষার্থী মো. নাঈম ইসলাম চ্যাম্পিয়ন এবং কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের শিক্ষার্থী মো. সাজ্জাদ শাহরিয়ার রাগিব রানার্স-আপ হয়েছেন। গত ৪ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ-কুয়েত মৈত্রী হল: বাংলাদেশ- কুয়েত মৈত্রী হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ক্রিমিনোলজি বিভাগের শিক্ষার্থী মোসা. রিনা খাতুন চ্যাম্পিয়ন এবং দর্শন বিভাগের শিক্ষার্থী আশামনি রানার্স-আপ হয়েছেন। গত ১৯ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

বিজয় একাত্তর হল: বিজয় একাত্তর হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ফিন্যান্স বিভাগের শিক্ষার্থী অলিন্দ আল আরীব চ্যাম্পিয়ন এবং বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী আহসান মন্ডল রানার্স-আপ হয়েছেন। গত ১০ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব: শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় লোক প্রশাসন বিভাগের শিক্ষার্থী রেহেনা আক্তার চ্যাম্পিয়ন এবং সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী ফারজানা সুলতানা রানার্স-আপ হয়েছেন। গত ১৮ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাবি ফজলুল হক মুসলিম হল: ফজলুল হক মুসলিম হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী মেহেদী হাসান লিয়ন চ্যাম্পিয়ন এবং ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের শিক্ষার্থী মো. রনি ইসলাম রানার্স-আপ হয়েছেন। গত ৭ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাবি জগন্নাথ হল: জগন্নাথ হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় মৎস্যবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী চমক জাম্বিল চ্যাম্পিয়ন এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী জুনান চাকমা রানার্স-আপ হয়েছেন। গত ১২ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

কবি জসীম উদ্‌দীন হল: কবি জসীম উদ্‌দীন হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী ফাহিমুর রহমান এবং ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষার্থী হাসিবুজ্জামান নাইম যুগ্মভাবে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের শিক্ষার্থী রাকিবুল ইসলাম তুষার রানার্স-আপ হয়েছেন। গত ৩১ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল: হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষার্থী মো. মেহেদী হাসান চ্যাম্পিয়ন এবং আরবী বিভাগের শিক্ষার্থী আব্দুল মতিন ও জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থী বাসারুজ্জামান দিপু যুগ্মভাবে রানার্স-আপ হয়েছেন। গত ৩০ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

শেখ মুজিবুর রহমান হল: শেখ মুজিবুর রহমান হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষার্থী আল সাঈম রাফাত এবং মার্কেটিং বিভাগের শিক্ষার্থী জুনায়েদ রহমান জিদান যুগ্মভাবে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। এছাড়া, আইন বিভাগের শিক্ষার্থী মো. মেহেদী হাসান আশিক রানার্স-আপ হয়েছেন। গত ২২ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল: মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থী মো. আসিফ মাহমুদ আবাবিল চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। এছাড়া, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী মো. সোহাগ আলী এবং ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের শিক্ষার্থী মো. সোহেল রানা যুগ্মভাবে রানার্স-আপ হয়েছেন। গত ১১ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

রোকেয়া হল: রোকেয়া হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী সোহানা আক্তার, ইনস্টিটিউট অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এন্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিজ-এর শিক্ষার্থী ইফরিত ফাইজা ইমি এবং গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী হালিমাতুল সাদিয়া যুগ্মভাবে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। এছাড়া, ম্যানেজমেন্ট বিভাগের শিক্ষার্থী বর্ষা রানী মহন্ত রানার্স-আপ হয়েছেন। গত ৯ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

সলিমুল্লাহ মুসলিম হল: সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষার্থী মো. ইয়াকুব আলী এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী সজীব কাজী যুগ্মভাবে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। এছাড়া, ইতিহাস বিভাগের শিক্ষার্থী মোহাম্মদ আমানুল্লাহ সরকার রানার্স-আপ হয়েছেন। গত ১৩ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

শহীদুল্লাহ্ হল: ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় প্রাণিবিদ্যা বিভাগের শিক্ষার্থী সাফিন আল মাহমুদ খান সিফাত ও অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী ওয়ারেস মালেক যুগ্মভাবে চ্যাম্পিয়ন এবং গণিত বিভাগের শিক্ষার্থী ইলিয়াস আহমেদ রানার্স-আপ হয়েছেন। গত ২৯ জানুয়ারি কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

শামসুন নাহার হল: শামসুন নাহার হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী জুয়াইরিয়া ফেরদৌস চ্যাম্পিয়ন এবং ইতিহাস বিভাগের শিক্ষার্থী নিলুফা ইয়াসমিন নীলা রানার্স-আপ হয়েছেন। গত ৬ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

স্যার এ এফ রহমান হল: স্যার এ এফ রহমান হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের শিক্ষার্থী বায়েজিদ বোস্তামী সিজান চ্যাম্পিয়ন এবং ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থী মো. জাকির হোসেন রানার্স-আপ হয়েছেন। গত ২ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

কবি সুফিয়া কামাল হল: কবি সুফিয়া কামাল হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী তিথি রানী চ্যাম্পিয়ন এবং দর্শন বিভাগের শিক্ষার্থী জিকু আক্তার রানার্স-আপ হয়েছেন। গত ১৭ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

সূর্যসেন হল: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সূর্যসেন হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় লোক প্রশাসন বিভাগের শিক্ষার্থী মো. সুবহান আলী হৃদয় চ্যাম্পিয়ন এবং তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগের শিক্ষার্থী মো. আজিজার রহমান রানার্স-আপ হয়েছেন। গত ৫ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল: শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থী মো. খালিদ মোহিবুল্লাহ এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী ছারজিল হাসান খান জিদান যুগ্মভাবে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। এছাড়া, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী মো. শাহীন আলম রানার্স-আপ হয়েছেন। গত ১৬ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।

জুলাই স্মৃতি সংগ্রহশালায় শহিদ আবু সাঈদ

(১ম পৃষ্ঠার পর) ড. নিয়াজ আহমদ খানের কাছে হস্তান্তর করেন।

এসময় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, চারুকলা অনুষদের ভারপ্রাপ্ত ডিন সহযোগী অধ্যাপক রেজা আসাদ আল হুদা অনুপম, প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ এবং প্রভোস্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির আহবায়ক ড. আব্দুল্লাহ-আল-মামুনসহ শহিদ মো. আবু সাঈদ মিয়া এবং শহিদ ওয়াসিম আকরাম-এর পরিবারের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষকদের ১৫-দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা

(১ম পৃষ্ঠার পর) পরিচালক অধ্যাপক ড. এম রেজাউল ইসলামের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী এবং বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ তানজীমউদ্দিন খান রিসোর্সপার্সন হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। আইকিউএসি-এর অতিরিক্ত পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. সাইফুল আলম স্বাগত বক্তব্য দেন। অতিরিক্ত পরিচালক অধ্যাপক ড. সৈয়দ শাহরিয়ার রহমান অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান আন্তর্জাতিক র‍্যাঙ্কিংয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থানকে শীর্ষ পর্যায়ে উন্নীত করতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, শিক্ষা ও গবেষণার গুণগতমান উন্নয়ন করা আমাদের মূল লক্ষ্য। এক্ষেত্রে শিক্ষকবৃন্দের দক্ষতা বৃদ্ধি ও আত্মবিশ্বাস আরও সুদৃঢ় করতে এই কর্মশালা কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

৫টি ছাত্রী হলের ল্যাব সম্প্রসারণে

(১ম পৃষ্ঠার পর) এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের সচিব শীষ হায়দার চৌধুরী এবং পলিসি এডভাইজার (সমন্বয় ও সংস্কার) ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক উমামা ফাতেমা প্রারম্ভিক বক্তব্য দেন। প্রভোস্ট স্ট্যান্ডিং কমিটির আহ্বায়ক ড. আব্দুলাহ্-আল-মামুন অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বিভিন্ন আবাসিক হলের কম্পিউটার ল্যাবকে তথ্য ও যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে গড়ে তোলার উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, হলগুলোকে শুধু আবাসনের জন্য নয়, বরং পড়াশোনার জন্যও প্রস্তুত করতে হবে। তথ্য ও প্রযুক্তিতে শিক্ষার্থীদের দক্ষ করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ইতোমধ্যেই বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ৫টি ছাত্রী হলের ল্যাবে কম্পিউটার প্রদান করায় তিনি ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়কে ধন্যবাদ জানান।

দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক ভাষাবিজ্ঞান সম্মেলন

(১ম পৃষ্ঠার পর) ড. ম্যাটি মিয়েস্তামো মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্বের খ্যাতিমান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও সম্প্রসারণের ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, সারা বিশ্বের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে ভাষার সর্বজনীন আবেদন রয়েছে। তিনি ভাষার সর্বজনীন চেতনাকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে মানুষের মধ্যে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় কাজ করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, বাংলাদেশ, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, চীন, রোমানিয়া, ফিনল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশের শিক্ষাবিদ ও গবেষকগণ সম্মেলনে অংশ নেন।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে

(১ম পৃষ্ঠার পর) ভাষা শহিদদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, মানুষের সামাজিক পরিচয়ের গুরুত্বপূর্ণ বাহন হচ্ছে ভাষা। যে ক'টি বিষয় মানুষকে মানুষে পরিণত করে, তার মধ্যে ভাষা অন্যতম। দেশ ও বিশ্বজুড়ে মানুষের মধ্যে বিরাজমান বিভেদ ও বিভক্তি দূর করে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করতেও ভাষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আমাদের ভাষা দিবস ‘আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ হয়ে ওঠার নেপথ্যে অবদান রাখা এদেশের সন্তানদের সম্পর্কে জানার জন্য তিনি তরুণ প্রজন্মের প্রতি আহ্বান জানান।

এই ভাষা পদযাত্রায় প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ এবং ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারপার্সন ড. মনিরা বেগমসহ বিভাগীয় শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ অংশ নেন।

যথাযোগ্য মর্যাদায় অমর একুশে ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপিত

(১ম পৃষ্ঠার পর) এরপর প্রধান বিচারপতি, তিন বাহিনীর প্রধানগণ, উপদেষ্টামন্ডলীর সদস্যবৃন্দ, কূটনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি শহিদ বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। একুশের প্রথম প্রহরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের পক্ষে উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান শহিদ বেদিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এসময় শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মসূচির অংশ হিসেবে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য একুশে ফেব্রুয়ারি সকাল ৬:৩০টায় ‘স্মৃতি চিরন্তন’ চত্বর থেকে মৌন মিছিল ও প্রভাতফেরি বের করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান এতে নেতৃত্ব দেন। মৌন মিছিল ও প্রভাতফেরিটি উদয়ন স্কুল হয়ে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে গমন করে। পরে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, রেজিস্ট্রার, সিনেট ও সিন্ডিকেট সদস্যবৃন্দ, সকল অনুষদের ডিন, হল ও হোস্টেলসমূহের প্রাধ্যক্ষ ও ওয়ার্ডেন, প্রক্টর, বিভাগীয় চেয়ারম্যান ও ইনস্টিটিউটের পরিচালক, অফিস প্রধান, শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ এতে অংশগ্রহণ করেন।

এছাড়া, বাদ আছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদুল জামিয়াসহ সকল হলের মসজিদ এবং বিশ্ববিদ্যালয় আবাসিক এলাকার মসজিদে ভাষা শহিদদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয়। অন্যান্য ধর্মীয় উপাসনালয়েও শহিদদের আত্মার শান্তি কামনা করে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়।

জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিনস্ অ্যাওয়ার্ড পেলেন ৭৫জন শিক্ষার্থী

(১ম পৃষ্ঠার পর) ফাবলিহা তাহসিন মাইমা, সাবিহা সুলতানা, বিনতে আমজেদ তাবাসসুম, ফারিহা নাজনীন তন্দ্রা, তাসফিয়া তাবাসসুম রাইসা, সিদ্দিকা বেগম ও শাজনীন জাহান শৈলী (উদ্ভিদবিজ্ঞান), ইসমত জামান উর্বশী, সালাহুন আমিরা, পপি রানী দাস, সেতু মল্লিক, মো. নাঈম হোসেন, হাজবুন তাসনিম, রাজিয়া সুলতানা সেতু, ফারজানা আক্তার, হুমাইরা হাবিবা এবং সিয়াম ফেরদৌস ইমন (প্রাণিবিদ্যা), আনহা তাসনিম, আফরা আঞ্জুম সুমাইয়া, জয়তি মন্ডল, মাহিয়া আহমেদ, মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ, খালিদ হাসান রাজ, ইবতিদা নুসায়বা মুশাররাত, দেবযানী রাহা কথা, ইমাম হোসেন এবং ওমর ফারুক (প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণ বিজ্ঞান), আলিমা আক্তার মিথিলা, নাহিদা সুলতানা, মানাল মাহবুব খান, তমা অধিকারী এবং আ.ন.ম. আবদুল্লাহ (মনোবিজ্ঞান), আতিকা, মো. হাসিবুল হাসান, কল্পনা আক্তার, মির্জা তৌসিফ হক, ফারদিন ফরহাদ, মোহাম্মদ আজিজুল হক, সুদীপ্ত চৌধুরী চৈতি, আতিক আবরার রহমান, ইনশিরা আফরোজ সেতু এবং মো. আরিফুর রহমান (অণুজীব বিজ্ঞান), মো. ইমরান খান, সৈকত দাস, ফাতেমা বিনতে রেজাউল, সুমাইয়া শাফরিন, সুমাইয়া বিনতে সালাম, সুরাইয়া ইসলাম পিয়া, রাজিয়া সুলতানা রুমান, মো. জাফরুল ইসলাম, মোসাদ্দিক আল হক ও সুমাইয়া আক্তার (মৎস্যবিজ্ঞান), রিফা নাওয়ার, অনিক বিশ্বাস, সুপান্থ দে, তাহমিনা আক্তার, মো. আমিনুল ইসলাম, মো. তামজিদ হোসেন তানিম, খালিদ শাহরিয়ার, অনিক মজুমদার, জয়ত্রী সরকার এবং সুব্রত কর্মকার (জিন প্রকৌশল ও জীবপ্রযুক্তি)।

সকলের ঐক্য থাকলেই সমাজ পরিবর্তন সম্ভব–উপাচার্য

(১ম পৃষ্ঠার পর) উদ্বোধন করেন।

উৎসব উদ্‌যাপন কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন। যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. রেজাউল মাকছুদ জাহেদী এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. গাজী মো. সাইফুজ্জামান অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। এসময় বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ, শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, তারুণ্য শুধু বয়সের বিষয় নয়। এটি একটি মানসিক অবস্থান। সকল বয়সের মানুষকেই তারুণ্য ধারণ করতে হবে। তারুণ্যের একটি সর্বজনীন রূপ আছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, তারুণ্যের শক্তি সকলের মধ্যে মেলবন্ধন সৃষ্টি করে। তরুণ ছাত্রসমাজের সঙ্গে এদেশের তরুণ রিক্সাচালক, তরুণ কৃষক, তরুণ সবজি বিক্রেতাসহ সকল শ্রেণিপেশার তরুণ ঐক্যবদ্ধভাবে জুলাই আন্দোলনে শামিল হয়। সর্বস্তরের মানুষ তাদের পাশে দাঁড়ায়। ফলে একটি সফল গণঅভ্যুত্থান সম্ভব হয়। তারুণ্যের এই উৎসব জুলাই গণঅভ্যুত্থানকে সম্মান জানানোর একটি উপলক্ষ্য হিসেবে আমরা দেখতে পারি।

উপাচার্য আরও বলেন, দীর্ঘদিনের দলাদ্ধ, হিংস্র ও বিভাজনের রাজনীতি এদেশের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। এতে দেশের অনেক ক্ষতি হয়েছে। সামাজিক বিভেদ দূর করে মানুষের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টিতে এধরনের উৎসব সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া বলেন, জুলাই অভ্যুত্থান দীর্ঘদিনের ফ্যাসিবাদী শোষণ থেকে এদেশের মানুষকে মুক্ত করেছে। যে তরুণদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা এই মুক্তি পেয়েছি, তাঁদের শক্তিকে জাগ্রত রাখতে দেশব্যাপী তারুণ্যের উৎসব আয়োজন করা হচ্ছে। প্রতিটি জেলা, উপজেলাসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আয়োজিত এই উৎসবে তরুণ সমাজসহ সর্বস্তরের মানুষ স্বত:স্ফূর্তভাবে অংশ নিচ্ছে। তিনি বলেন, জুলাই অভ্যুত্থানের মাধ্যমে এদেশের তরুণ সমাজ মানুষকে নতুন স্বপ্ন দেখানোর একটি প্রেক্ষাপট সৃষ্টি করেছে। সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণ ও দেশ পুনর্গঠনে তরুণ সমাজ অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন সংক্রান্ত প্রস্তুতি ও অগ্রগতির হালনাগাদ

(১ম পৃষ্ঠার পর) সংগঠনসহ সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সঙ্গে মতবিনিময় ও আলোচনা সম্পন্ন করেছে। কমিটি শিগগিরই গুগল ফরমের মাধ্যমে ডাকসু নির্বাচনের বিষয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের মতামত সংগ্রহের প্রক্রিয়া শুরু করবে। চলতি সপ্তাহেই হল প্রাধ্যক্ষগণের সঙ্গে এ বিষয়ে মতবিনিময় প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। অন্যান্য অংশীজনের সঙ্গে মতবিনিময়ের বিষয়টিও শিগগিরই সম্পন্ন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের আচরণবিধি প্রণয়ন/সংশোধনের জন্য প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদকে আহ্বায়ক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি ক্যাম্পাসে ক্রিয়াশীল সকল ছাত্র সংগঠন, ডাকসুর সাবেক নেতৃবৃন্দ ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ, সাধারণ শিক্ষার্থী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিক সমিতির ২০১৯ ও ২০২৫ সালের সদস্যবৃন্দ, হল প্রভোস্ট, হাউজ টিউটরবৃন্দ এবং পূর্বের ডাকসু নির্বাচনের সঙ্গে সম্পৃক্ত শিক্ষক ও কর্মকর্তাবৃন্দের সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে মতবিনিময় সভা করে। সভায় অংশগ্রহণকারী অংশীজনদের সুচিন্তিত মতামত পর্যালোচনা করে প্রতিবেদন তৈরির কাজ বর্তমানে চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

এছাড়া, ডাকসু ও হল সংসদের গঠনতন্ত্র সংশোধন/পরিমার্জন করার বিষয়ে সুপারিশ প্রণয়নের জন্য আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইকরামুল হককে আহ্বায়ক করে পৃথক একটি কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটির পক্ষ থেকে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন এবং সকল শিক্ষার্থীর কাছ থেকে গঠনতন্ত্র সংশোধনের প্রস্তাবনা আহ্বান করা হয়। এপ্রেক্ষিতে অনেক সুচিন্তিত প্রস্তাবনা পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ যাচাই-বাছাই করে গঠনতন্ত্র সংশোধনের প্রাথমিক খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে। প্রস্তুতকৃত খসড়া চূড়ান্ত হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মতামত গ্রহণ করা হবে। প্রস্তাবনাসমূহ চূড়ান্ত হওয়ার পর গঠনতন্ত্র সংশোধনের বিষয়ে সুপারিশ পেশ করা হবে।

ডাকসু নির্বাচন বিষয়ে গঠিত বিভিন্ন কমিটির চূড়ান্ত সুপারিশ পাওয়ার পর নির্বাচনের বিস্তারিত সময়সূচি ঘোষণা করা হবে। সার্বিক প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়ার আগে ডাকসু নির্বাচনের আগাম সময়সূচি ঘোষণার সুযোগ নেই।

উপাচার্যের সঙ্গে বিদেশি অতিথিদের সাক্ষাৎ

যুক্তরাজ্যের অ্যাস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য

যুক্তরাজ্যের অ্যাস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ওসামা খান গত ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

সাক্ষাৎকালে তারা পারস্পরিক স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং যুক্তরাজ্যের অ্যাস্টন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ব্যবসায় শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং ফার্মেসী বিষয়ে যৌথ সহযোগিতামূলক শিক্ষা এবং গবেষণা কার্যক্রম চালুর ব্যাপারে আলোচনা করেন। জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আদান-প্রদান এবং একাডেমিক সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে উভয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও গবেষক বিনিময়ের সম্ভাব্যতা নিয়েও বৈঠকে আলোচনা করা হয়। এছাড়া, দু'বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য অনলাইন ক্লাস এবং তরুণ শিক্ষকদের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজনের ব্যাপারেও বৈঠকে আলোচনা করা হয়। শিগ্‌গিরই এ বিষয়ে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ব্যাপারে তারা ঐকমত্যে পৌঁছেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা এবং এর শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশের জন্য অতিথিকে ধন্যবাদ জানান।

যুক্তরাষ্ট্রের ফুলব্রাইট বিশেষজ্ঞ

যুক্তরাষ্ট্রের ফুলব্রাইট বিশেষজ্ঞ ড. আলবার্ট জেমস আর্নল্ড জুনিয়র গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

এসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন।

সাক্ষাৎকালে তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়নে 'Maximizing Accreditation Scope and Ranking Potential' শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণের সম্ভাব্যতা নিয়ে আলোচনা করেন। যুক্তরাষ্ট্রের ফুলব্রাইট বিশেষজ্ঞ এই প্রকল্পের অধীনে আন্তর্জাতিক র‍্যাঙ্কিং, আত্ম-মূল্যায়ন ও গবেষণা ডকুমেন্টেশনসহ বিভিন্ন বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং গবেষকদের নির্দেশনা প্রদান করবেন।

উল্লেখ্য, ড. আলবার্ট জেমস আর্নল্ড জুনিয়র ইতোমধ্যেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সেমিনারে এবিষয়ে বক্তব্য উপস্থাপন এবং শিক্ষকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন।

ইরানের কূটনীতিক

ঢাকাস্থ ইরান দূতাবাসের কালচারাল কাউন্সেলর সৈয়দ রেজা মিরমোহাম্মদী গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান-এর সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেছেন।

সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইরানের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চলমান যৌথ শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রম আরও গতিশীল করাসহ বিভিন্ন বিষয়ে মতবিনিময় করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইরানের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে আরও বেশি শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও গবেষক বিনিময়ের ওপর তারা গুরুত্বারোপ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইরানের শহীদ বেহেশতী বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে এবিষয়ে শিগগিরই একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের ব্যাপারে তাঁরা ঐকমত্য প্রকাশ করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, বাংলাদেশ এবং ইরানের মধ্যে চমৎকার ঐতিহাসিক সম্পর্ক বিরাজ করছে। এই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরও সুদৃঢ় হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

সুমিতমো কর্পোরেশন বৃত্তি

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর) শ্রেণির বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন- মো. সজল হোসেন (নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং), শিমু শাহা (ফিন্যান্স), শেখ শাকিল হোসেন (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), তাসনিম জুয়াইরিয়া বিন্তি (জাপানিজ স্টাডিজ), গোলাম মোস্তফা (মার্কেটিং), সাদিয়া চৌধুরী (গণিত), লেসমি রানী (ইতিহাস), মাহমুদা খাতুন (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), ইব্রাহিম সরকার (একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস) এবং তানজিনা আক্তার (আইন)।

চতুর্থ বর্ষ স্নাতক সম্মান শ্রেণির বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন- মতিয়া নূর রাইসা (জিন প্রকৌশল ও জীব প্রযুক্তি), আহমেদ আদনান (আই.আই.টি), মাজহারুল ইসলাম (ইসলামিক স্টাডিজ), মোঃ রেদওয়ানুল ইসলাম (গণিত), আরিফা হক (পদার্থ বিজ্ঞান), মাইকেল সাগর সরকার (আইন), মোঃ কামরুল হাসান রাব্বি (একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস), ত্রিশা নন্দী (একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস), আব্দুল মুহাইমিন (আন্তর্জাতিক সম্পর্ক) এবং আপেল চন্দ্রো (মনোবিজ্ঞান)।

দু'দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক মাল্টিফেইথ কর্মশালা

(১ম পৃষ্ঠার পর) স্টাডিজ বিভাগের সুপারনিউমারারি অধ্যাপক ড. সুকোমল বড়ুয়া, এমএফএনএন-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা ড. বব রবার্টস জুনিয়র, ইসলামিক সোসাইটি অব নর্থ আমেরিকার চেয়ারম্যান ইমাম মোহাম্মদ মাজিদ, বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. এম শমশের আলী, আইআরএফ সেক্রেটারিয়েট-এর প্রেসিডেন্ট নাদিন মায়েনজা, ইনস্টিটিউট অব গ্লোবাল এনগেজমেন্ট-এর সিনিয়র ভাইস-প্রেসিডেন্ট জেমস চেন, বিআইআইটি'র মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. এম আব্দুল আজিজ, বাংলাদেশ ক্যাথলিক চার্চের প্রধান আর্চবিশপ বিজয় এন ডি ক্রুজ এবং ঢাকাস্থ রামকৃষ্ণ মিশনের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য স্বামী অম্বেশানন্দ বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। গ্লোবাল মুসলিম অ্যাফেয়ার্সের সিনিয়র অ্যাডভাইজার সাইয়েদ মুক্তাদির স্বাগত বক্তব্য দেন।

জুলাই গণঅভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে দেশের

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর) সেক্রেটারি নিশিতা জামান নিহা।

প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ সময়োপযোগী গবেষণার জন্য গবেষকদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, বর্তমানে ব্যক্তি, পরিবারসহ সমাজের সর্বত্র অস্থিরতা বিরাজ করছে। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় চোখের সামনে রক্ত ও হতাহতের দৃশ্য দেখে মানুষের মানসিক চাপ ও অস্থিরতা বেড়ে গেছে। মানুষের মধ্যে এক ধরনের ট্রমা কাজ করছে। শিক্ষার্থীদের এই ট্রমা কাটাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শিগ্‌গিরই সামাজিক অস্থিরতা দূর করে একটি সুস্থ সমাজ গঠন সম্ভব হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। ছাত্র-শিক্ষক আন্তঃযোগাযোগ বৃদ্ধি ও আন্তঃসম্পর্ক উন্নয়নের উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

সেমিনারের মূল প্রবন্ধে জানানো হয়, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-আন্দোলন ও জুলাই গণঅভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে দেশের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগছে। যেসব শিক্ষার্থী অন্তত ৫-দিন আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল, তারা এক ধরনের মানসিক ট্রমার মধ্যে রয়েছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট ও রাজশাহী অঞ্চলে ২০-২৫ বছর বয়সী ৩৭৫জন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এ সংক্রান্ত গবেষণা প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে।

৬ শিক্ষার্থীর এ এফ মুজিবুর রহমান স্বর্ণপদক লাভ

(৪র্থ পৃষ্ঠার পর) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম এবং এ এফ মুজিবুর রহমান ফাউন্ডেশনের ট্রাস্টি এম নূরুল আলম বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। ফলিত গণিত বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ফেরদৌস স্বাগত বক্তব্য দেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রায় গণিতের ভূমিকা তুলে ধরে বলেন, গণিতকে শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় ও বোধগম্য করে উপস্থাপন করতে হবে। গণিত ভীতি দূর করতে এই বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে। তিনি স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানান। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়নে এগিয়ে আসার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, এক্ষেত্রে অ্যালামনাইসহ বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করতে হবে।

স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন- গণিত বিভাগের মো. মিনহাজ উদ্দিন তূর্য, শোভা ইসলাম ও শিমু আক্তার এবং ফলিত গণিত বিভাগের সাইফুল ইসলাম, নাফিয়া মল্লিক ও মো. ইব্রাহিম খলিল।

ঢাবি ছাত্রদের আবাসনের জন্য 'জুলাই শহিদ স্মৃতি ভবন' উদ্বোধন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের আবাসনের জন্য নবনির্মিত 'জুলাই শহিদ স্মৃতি ভবন' গত ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ উদ্বোধন করা হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান প্রধান অতিথি হিসেবে এই ভবনটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।

হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে হলের আবাসিক শিক্ষক ড. সাইফুল হক বক্তব্য রাখেন। এ সময় বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ, বিভিন্ন অনুষদের ডিন এবং হলের আবাসিক শিক্ষক, কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান এই নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের আবাসন সংকট নিরসনে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করছে। আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত এই ভবন উদ্বোধনের মাধ্যমে ছাত্রদের আবাসন সংকট কিছুটা নিরসন হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। জুলাই গণঅভ্যুত্থানসহ বিভিন্ন সংগ্রামে আত্মত্যাগকারীদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে তিনি বলেন, তাঁদের ঋণ আমাদের স্মরণে রাখতে হবে। শহিদদের স্মৃতি রক্ষার্থে নবনির্মিত এই ভবনের নামকরণ 'জুলাই শহিদ স্মৃতি ভবন' করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের ১১- তলা বিশিষ্ট 'জুলাই শহিদ স্মৃতি ভবন'-এর ২৫২ টি কক্ষে ১ হাজার ৮জন শিক্ষার্থীর আবাসনের ব্যবস্থা রয়েছে।

স্প্যানিশ ল্যাংগুয়েজ এন্ড কালচার বিষয়ক ইন্ডিটেক্স চেয়ার অধ্যাপক সান্তিয়াগো ফার্নান্দেজ মস্কেরা-এর নেতৃত্বে ১৩-সদস্য বিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত ১৮ ফেব্রুয়ারি প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা'র সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে এক সৌজন্য সাক্ষাৎ করে।

দু'দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক মাল্টিফেইথ কর্মশালা

অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠন এবং ধর্মীয় সম্প্রীতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে গত ১০ ফেব্রুয়ারি নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে দু'দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক মাল্টিফেইথ কর্মশালা উদ্বোধন করা হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান প্রধান অতিথি হিসেবে এই কর্মশালা উদ্বোধন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃসাংস্কৃতিক সংলাপ কেন্দ্র, যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক মাল্টি-ফেইথ নেইবারস নেটওয়ার্ক (এমএফএনএন) এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট (বিআইআইটি) যৌথভাবে এই কর্মশালা আয়োজন করে ।

কর্মশালা আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক এবং আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃসাংস্কৃতিক সংলাপ কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইলিয়াছ-এর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের সুপারনিউমারারি অধ্যাপক ড. সুকোমল বড়ুয়া, এমএফএনএন-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা ড. বব রবার্টস জুনিয়র, ইসলামিক সোসাইটি অব নর্থ আমেরিকার চেয়ারম্যান ইমাম মোহাম্মদ মাজিদ, বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. এম শমশের আলী, আইআরএফ সেক্রেটারিয়েট-এর প্রেসিডেন্ট নাদিন মায়েনজা, ইনস্টিটিউট অব গ্লোবাল এনগেজমেন্ট-এর সিনিয়র ভাইস-প্রেসিডেন্ট জেমস চেন, বিআইআইটি'র মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. এম আব্দুল আজিজ, বাংলাদেশ ক্যাথলিক চার্চের প্রধান আর্চবিশপ বিজয় এন ডি ক্রুজ এবং ঢাকাস্থ রামকৃষ্ণ মিশনের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য স্বামী অম্বেশানন্দ বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। গ্লোবাল মুসলিম অ্যাফেয়ার্সের সিনিয়র অ্যাডভাইজার সাইয়েদ মুক্তাদির স্বাগত বক্তব্য দেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, আমরা একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছি। এসময় ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। জুলাই গণঅভ্যুত্থানকে দেশের ইতিহাসে এক মাইলফলক হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই অভ্যুত্থান থেকে শিক্ষা নিয়ে সমাজের সকল বৈষম্য দূর করতে হবে। সামাজিক বিভক্তি দূর করে পারস্পরিক ঐক্য, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি আরও সুদৃঢ় করতে হবে। এই কর্মশালা এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

সমাপনী অনুষ্ঠানে ধর্ম উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, কর্মশালায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক, শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন ধর্মীয় নেতা ও সংস্থার প্রতিনিধিগণ অংশ নেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে বৈজ্ঞানিক সেমিনার

জুলাই গণঅভ্যুত্থানকে কেন্দ্র করে দেশের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় ভুগছে

সেন্টার ফর রিসার্চ ইন মাল্টিডিসিপ্লিন (সিআরএম), ঢাকা ইউনিভার্সিটি রিসার্চ সোসাইটি (ডিইউআরএস) এবং সেন্টার ফর সাইকোলজিক্যাল হেলথ (সিপিএইচ)-এর যৌথ উদ্যোগে "Addressing Psychological Problems among Undergraduate and Post-graduate students after July-August movement in Bangladesh" শীর্ষক এক বৈজ্ঞানিক সেমিনার গত ২২ ফেব্রুয়ারি সিরাজুল ইসলাম লেকচার হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

এডুকেশনাল এন্ড কাউন্সেলিং সাইকোলজি বিভাগের অধ্যাপক ড. মেহ্জাবীন হকের সভাপতিত্বে সেমিনারে যুক্তরাজ্যের সেন্টার ফর সাইকোলজিক্যাল হেলথ-এর পরিচালক নাজমুল হোসেন, মনোবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সৈয়দ তানভীর রহমান, ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. এস এম আবুল কালাম আজাদ, বিএসএমএমইউ-এর মনোরোগ বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. সেলিনা ফাতেমা বিনতে শহীদ, সাইকোলজি এন্ড রিসার্চ একাডেমি'র পরিচালক মো. ওমর ফারুক এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মুখপাত্র উমামা ফাতেমা বক্তব্য রাখেন। কানাডা প্রবাসী মনোবিজ্ঞানী সাদিয়া শারমিন উর্মি এবং সিআরএম-এর প্রতিষ্ঠাতা মাহাদী-উল-মোর্শেদ মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। স্বাগত বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা সংসদের ইনোভেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট উইং-এর (পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩)

অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের জন্য ৬০ লাখ টাকার নতুন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন

বিজনেস স্টাডিজ অনুষদভুক্ত বিভিন্ন বিভাগের ১ম বর্ষ আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের কয়েকজন অসচ্ছল শিক্ষার্থীকে প্রতিবছর বৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে 'জালালউদ্দিন আহমেদ চৌধুরী স্মারক বৃত্তি ট্রাস্ট ফান্ড' শীর্ষক নতুন একটি ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা হয়েছে। পিতার স্মৃতি রক্ষার্থে ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের জন্য নিউজিল্যান্ডের অ্যাটর্নি অ্যাট ল মি. হাসান তওফিক চৌধুরী ৬০ লাখ টাকার একটি চেক গত ২৪ ফেব্রুয়ারি উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান-এর কাছে হস্তান্তর করেন। এসময় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, সিপিডি'র সম্মাননীয় ফেলো অধ্যাপক ড. মোস্তাফিজুর রহমান এবং দাতা পরিবারের সদস্য উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান এই ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের জন্য দাতাকে ধন্যবাদ জানান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে অ্যালামনাইদের সম্পর্ক আরও জোরদার করার উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের সহায়তায় এগিয়ে আসার জন্য অ্যালামনাইদের প্রতি আহ্বান জানান।

মৌলিক ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক দু'দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যুব রেড ক্রিসেন্ট (আরসিওয়াই)-এর যৌথ উদ্যোগে মৌলিক ও প্রাথমিক চিকিৎসা বিষয়ক দু'দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা গত ১৪ ফেব্রুয়ারি অধ্যাপক আবদুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে শুরু হয়েছে। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন।

প্রক্টর সাইফুদ্দীন আহমদ, মনোবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সৈয়দ তানভীর রহমান, এডুকেশনাল এন্ড কাউন্সেলিং সাইকোলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. নাফিজা ফেরদৌসি, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির ইয়থ এন্ড ভলান্টিয়ার শাখার পরিচালক ইমাম জাফর সিকদার ও উপ-পরিচালক মুনতাসীর মাহমুদ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন।

কর্মশালায় দু'টি সেশনে প্রাথমিক চিকিৎসার প্রাথমিক ধারণা, শ্বাস প্রশ্বাসে বাধা, ফুসফুস ও হৃৎপিন্ডের পুনঃসঞ্চালন প্রক্রিয়া, শক ও তার প্রতিকার, রক্তপাত ও তার ব্যবস্থাপনা, ক্ষত ও ক্ষতের ব্যবস্থাপনা, বিষক্রিয়া ও কামড়, ফিট, মূর্ছা যাওয়া ও জ্ঞান হারানো, হাড় ভাঙ্গা ও অনড়করণ, পোড়া ও তার ব্যবস্থাপনা, আহত ও অসুস্থ ব্যক্তি পরিবহণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ধ-শতাধিক শিক্ষার্থী এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

৫৪তম আন্তঃহল অ্যাথলেটিকস্ প্রতিযোগিতায় জহুরুল হক হল ও শামসুন নাহার হল চ্যাম্পিয়ন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫৪তম আন্তঃহল অ্যাথলেটিকস্ প্রতিযোগিতায় ছাত্রদের গ্রুপে শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হল এবং ছাত্রীদের গ্রুপে শামসুন নাহার হল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ছাত্রদের গ্রুপে জগন্নাথ হল এবং ছাত্রীদের গ্রুপে রোকেয়া হল রানার্স-আপ হয়েছে। ছাত্র গ্রুপে ব্যক্তিগত ইভেন্টে শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের শিক্ষার্থী খালিদ মহিবুল্লাহ ও সারজিল হাসান খান জিদান যুগ্মভাবে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। ছাত্রদের ব্যক্তিগত ইভেন্টে মো. সোবহান আলী হৃদয় রানার্স-আপ হয়েছেন। ছাত্রী গ্রুপে ব্যক্তিগত ইভেন্টে শামসুন নাহার হলের শিক্ষার্থী জুয়াইরিয়া ফেরদৌস চ্যাম্পিয়ন এবং রোকেয়া হলের শিক্ষার্থী হালিমাতুল সাদিয়া রানার্স-আপ হয়েছেন।

ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান গত ২৬ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে প্রধান অতিথি হিসেবে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

বিভিন্ন হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

মাসব্যাপী বিভিন্ন হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী বিভিন্ন হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উদ্বোধন এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। (পৃষ্ঠা ২য় কলাম ১)

স্মারক বৃত্তি পেলেন ৪ শিক্ষার্থী

পড়াশোনায় অসাধারণ সাফল্যের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ৪ জন মেধাবী শিক্ষার্থী 'অধ্যাপক মমতাজুর রহমান তরফদার স্মারক বৃত্তি' লাভ করেছেন। বৃত্তিপ্রাপ্তরা হলেন, এমএ ২য় সেমিস্টারের শিক্ষার্থী কাকলী আক্তার ও মো. আনিছুর রহমান এবং এমএ ১ম সেমিস্টারের শিক্ষার্থী মোছা: রোমানা আক্তার মিতা ও মোস্তাফিজুর রহমান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান গত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ উপাচার্যের সভাকক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন।

বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে ট্রাস্ট ফান্ডের দাতা সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. পারভীন হাসান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. আতাউর রহমান বিশ্বাস এবং অধ্যাপক ড. এ কে এম খাদেমুল হক উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বৃত্তিপ্রাপ্তদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, শিক্ষার্থীদের এই বৃত্তির গুরুত্ব অনুভব করতে হবে। এই বৃত্তির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মেধার স্বীকৃতি প্রদান করা হলো। এই বৃত্তি শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন ও জীবন বৃত্তান্তকেও সমৃদ্ধ করবে বলে তিনি উল্লেখ করেন। বৃত্তি তহবিল গঠনের জন্য তিনি দাতাকে ধন্যবাদ জানান।

ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ অ্যালামনাই স্কলারশিপ ট্রাস্ট ফান্ডের মূলধন বৃদ্ধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় 'ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ অ্যালামনাই স্কলারশিপ ট্রাস্ট ফান্ড'-এর মূলধন বৃদ্ধি করা হয়েছে। মূলধন বৃদ্ধির লক্ষ্যে অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মো. মেজবাহুর রহমান টিপু ২০ লাখ টাকার একটি চেক গত ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান-এর কাছে হস্তান্তর করেন। এ অনুদানের মাধ্যমে এই ট্রাস্ট ফান্ডের মূলধন ৪০ লাখ টাকায় উন্নীত হলো।

চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী, আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. কাজী মতিন উদ্দিন আহমেদ, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. শহীদুল ইসলাম, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এ. ডে ডি দীন মোহাম্মদ খান, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. নাজমুন নাহার, কোষাধ্যক্ষ মো. আশরাফ আলী আখন্দ (বকুল) এবং নির্বাহী সদস্য মো. মামুনুর রহমান মন্ডল উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বিভাগের স্বার্থে কাজ করার জন্য অ্যালামনাইদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার উন্নয়ন, অসচ্ছল ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান, অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নে অ্যালামনাইদের এগিয়ে আসতে হবে। এক্ষেত্রে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে অ্যালামনাইদের সম্পর্ক আরও জোরদার করার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

উল্লেখ্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের অসচ্ছল ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে ২০১৬ সালে ১১ লাখ টাকা প্রদানের মাধ্যমে এই ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা হয়। এই ট্রাস্ট ফান্ডের আয় থেকে প্রতিবছর ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করা হয়।

৬ শিক্ষার্থীর এ এফ মুজিবুর রহমান স্বর্ণপদক লাভ

২০২২ সনের বিএস সম্মান ও এমএস পরীক্ষায় অসাধারণ সাফল্যের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণিত বিভাগ এবং ফলিত গণিত বিভাগের ৬জন মেধাবী শিক্ষার্থী 'এ এফ মুজিবুর রহমান স্বর্ণপদক' লাভ করেছেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ এএফ মুজিবুর রহমান গণিত ভবন মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে স্বর্ণপদক ও সনদ তুলে দেন। এ এফ মুজিবুর রহমান ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গণিত বিভাগ এবং ফলিত গণিত বিভাগ এই অনুষ্ঠান আয়োজন করে।

গণিত বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক শাপলা শিরিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) (পৃষ্ঠা ৩য় কলাম ৩)

জাপানের এনইএফ বৃত্তি পেলেন ১০ মেধাবী শিক্ষার্থী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জীববিজ্ঞান অনুষদ এবং আর্থ এন্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদভুক্ত বিভিন্ন বিভাগের ১০জন মেধাবী শিক্ষার্থী জাপানের নাগাও ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্ট ফাউন্ডেশন (এনইএফ) বৃত্তি লাভ করেছেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান গত ১২ ফেব্রুয়ারি উপাচার্যের সভা কক্ষে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন।

এসময়, জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. এনামুল হক এবং এনইএফ বৃত্তি কমিটির ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ জাবেদ হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

এনইএফ বৃত্তিপ্রাপ্তরা হলেন- সাবিকুন্নাহার সামন্ত (উদ্ভিদ বিজ্ঞান), খাদিজাতুল কোবরা (উদ্ভিদ বিজ্ঞান), কানিজ ফাতেমা বুশরা (উদ্ভিদ বিজ্ঞান), নওশাদ বিন জামান (প্রাণিবিদ্যা), আসপিয়া জামান তৃষা (প্রাণরসায়ন ও অনুপ্রাণ বিজ্ঞান), মাসুমা তাবাসসুম মৌমি (অণুজীব বিজ্ঞান), সাদিয়া মোস্তফা মুন মুন (মৎস্যবিজ্ঞান), আল মোয়াল্লিম আস সানি (সমুদ্রবিজ্ঞান), সামিহা আলম তানিশা (ডিজাস্টার সায়েন্স অ্যান্ড ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স) এবং আবু বাসের মজুমদার (আবহাওয়া বিজ্ঞান)।

সুমিতমো কর্পোরেশন বৃত্তি পেলেন ৪০ শিক্ষার্থী

বিভিন্ন শিক্ষাবর্ষে স্নাতক সম্মান শ্রেণিতে অধ্যয়নরত ৪০জন মেধাবী শিক্ষার্থীকে জাপানের সুমিতমো কর্পোরেশন বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান গত ১৮ ফেব্রুয়ারি নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে আয়োজিত এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কৃতী শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে সুমিতমো কর্পোরেশনের কান্ট্রি জেনারেল ম্যানেজার মি. হিরোনরি ইয়ামানাকা বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. উপমা কবির। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন ঢাবি'র ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করায় সুমিতমো কর্পোরেশনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এই বৃত্তির মাধ্যমে বাংলাদেশ এবং জাপানের মধ্যে বিরাজমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও জোরদার হবে। বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের তিনি অভিনন্দন জানান।

প্রথম বর্ষ স্নাতক সম্মান শ্রেণির বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন- অমিতা রায় (বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি), তুলি রাণী দাস (ইতিহাস), নজরুল ইসলাম (পরিসংখ্যান), তাবাসসুম হক ইভা (ব্যাংকিং এন্ড ইন্স্যুরেন্স), রাবেয়া বসরী তামান্না (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), আবিদা সুলতানা বৈশাখী (আন্তর্জাতিক সম্পর্ক), সাবিকুন্নাহার সামান্তা (উদ্ভিদবিজ্ঞান), ফারদিনা তাসনিম (ভূগোল ও পরিবেশ), মো. জামিউল হাসান জেমস (ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল) ও মো. আশিকুজ্জামান আশিক (শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট)।

দ্বিতীয় বর্ষ স্নাতক সম্মান শ্রেণির বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন- মো. মোর্শেদ আলম শফিক (গণিত), মো. শাকিবউর রহমান (কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল), প্রিয়া কুন্ডু (ডিজাস্টার সায়েন্স এন্ড ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স), তায়েবা বিনতে হান্নান (লোক প্রশাসন), নমল উমামা চৌধুরী (উদ্ভিদ বিজ্ঞান), সোমা রানী (দর্শন), মো. ফরিদুল ইসলাম (ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস্), মো. আবু সোলায়মান শান্ত (ফরাসি ভাষা ও সংস্কৃতি), মোহাম্মদ জয়নাল আবেদীন (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি) ও জাহিদুল হক (সমাজকল্যাণ)।

তৃতীয় বর্ষ স্নাতক সম্মান(পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩)

বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই শিক্ষার্থী পেলেন মর্যাদাপূর্ণ IEEE EDS ফেলোশিপ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি অনুষদের (FoET) তড়িৎ ও ইলেকট্রনিক কৌশল (EEE) বিভাগ থেকে ইয়াসিন আরাফাত প্রীতম এবং নাজমুল হাসান নাঈম যথাক্রমে ২০২৩ ও ২০২৪ সালের IEEE Electron Devices Society (EDS) এর Undergraduate এবং Masters ফেলোশিপ অর্জন করেছেন। গত ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান তাদের হাতে এ পুরস্কার তুলে দেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ড. উপমা কবির, ডিন, ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলোজি অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং EEE বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মাইনুল হোসেন। ইয়াসিন এবং নাজমুল দুজনই বাংলাদেশ থেকে এই ফেলোশিপ অর্জনকারী প্রথম শিক্ষার্থী।

বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতামূলক IEEE EDS ফেলোশিপ অসাধারণ গবেষণা দক্ষতা প্রদর্শনকারী মেধাবী শিক্ষার্থীদের স্বীকৃতি দিয়ে থাকে। যারা ইলেকট্রন ডিভাইসের ক্ষেত্রে গবেষণায় সক্রিয়ভাবে যুক্ত এবং প্রকৌশল শিক্ষায় উৎকর্ষের প্রমাণ রেখেছে, তারাই এই ফেলোশিপ এর জন্য নির্বাচিত হয়ে থাকে। ২০২৩ সালে, ইয়াসিন ছিলেন বিশ্বব্যাপী একমাত্র শিক্ষার্থী যিনি IEEE EDS Undergraduate Fellowship অর্জন করেন এবং ২০২৪ সালে নাজমুল ছিলেন বিশ্বব্যাপী তিনজন Master's Fellowship প্রাপ্তদের মধ্যে একজন। বাকি দুইজন পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী হলেন জর্জিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, যুক্তরাষ্ট্র এবং ন্যাশনাল পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, মেক্সিকো থেকে।

নাজমুল বর্তমানে নেগেটিভ ক্যাপাসিট্যান্স FET-ভিত্তিক গ্যাস সেন্সর এর মডেলিং নিয়ে গবেষণা করছেন, যা নেগেটিভ ক্যাপাসিট্যান্স এর Steep-switching বৈশিষ্ট্যকে ব্যবহারের মাধ্যমে উচ্চ সংবেদনশীল এবং উচ্চ কার্যকারিতাসম্পন্ন সেন্সর তৈরি করতে সক্ষম। অন্যদিকে, ইয়াসিন ন্যানোস্কেল FET আর্কিটেকচার ডিজাইন ও সিমুলেশনে মেশিন লার্নিং-এর ব্যবহার নিয়ে গবেষণা করছেন, যা আধুনিক সেমিকন্ডাক্টর প্রযুক্তি উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। নাজমুল ও ইয়াসিন অত্যন্ত আশাবাদি যে তারা EDS ফেলোশিপের সসহায়তায় নতুন সেন্সর ও লজিক অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উন্নত ও নির্ভরযোগ্য ডিভাইস মডেল তৈরি করতে পারবে। তাদের গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক EEE বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মাইনুল হোসেন, যিনি লো-পাওয়ার কম্পিউটিং, বায়োসেন্সিং এবং এনার্জি হারভেস্টিংয়ের জন্য উন্নত সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইস এর গবেষণায় অত্যন্ত আগ্রহী।

সম্পাদক: মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম, ভারপ্রাপ্ত পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: ফররুখ মাহমুদ, প্রতিবেদক: তাওহিদা খানম তাসমিন, মো. আবু বকর সিদ্দিক ও শুভাশীষ রঞ্জন সরকার
ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার, মোঃ জাকির হোসেন ও নাসির আহমেদ তুষার। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে মুদ্রিত। ফোন: ৫৫১৬৭৭১৯, ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০০, ০১৫৫২৩২২১৩৮